CHAPTER 1

সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা
(Universalization of Secondary Education)

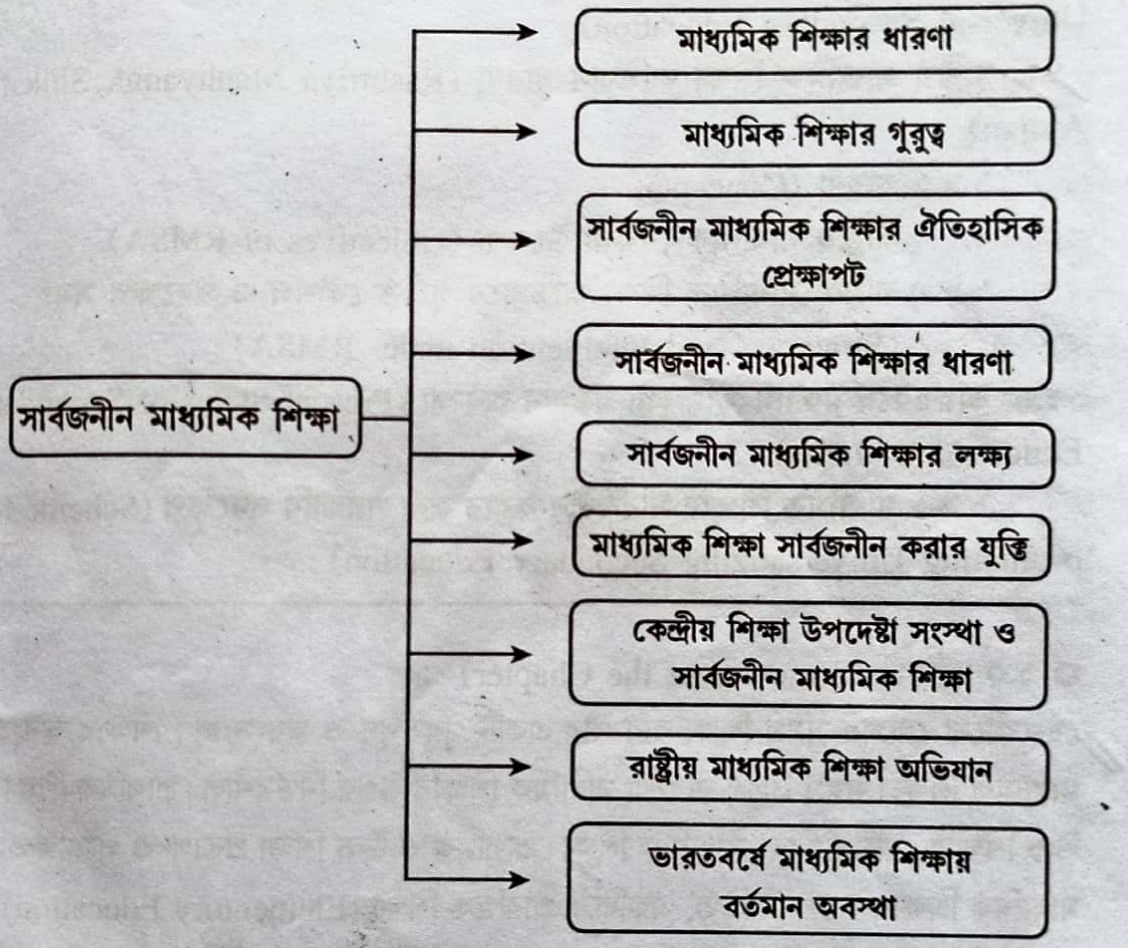

অধ্যায়ের রূপরেখা (Structure of the Chapter) :

১.০ ভূমিকা (Introduction)

১.১ মাধ্যমিক শিক্ষার ধারণা (Concept of Secondary Education)

১.২ মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব (Importance of Secondary Education)

১.৩ সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Context of Universal Secondary Education)

Scanned with CamScanner

১.৪ সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার ধারণা (Concept of Universal Secondary Education)

১.৫ সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য (Vision for Universal Secondary Education)

১.৬ মাধ্যমিক শিক্ষা সার্বজনীন করার যুক্তি (Logic for Universal Secondary Education)

১.৭ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা ও সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা (CABE and Universal Secondary Education)

১.৮ রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ধারণা (Rashtriya Madhyamik Shiksha Avijan)

১.৮.১ ধারণা (Concept)

১.৮.২ রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষায় উদ্দেশ্য (Objectives of RMSA)

১.৮.৩ রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে গৃহীত কৌশল ও পদক্ষেপ সমূহ (Strategies and Intervention under RMSA)

১.৯ ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষায় বর্তমান অবস্থা (Present States of Secondary Education of India)

১.৯.১ মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বজনীন করার জন্য সরকারি পদক্ষেপ (Scheme for promoting Universalizing Secondary Education)

১.০ ভূমিকা (Structure of the Chapter) :

যে-কোনো দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষার স্তর হল মাধ্যমিক শিক্ষা। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা মাধ্যমিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার যোগসূত্র হল মাধ্যমিক শিক্ষা। প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত, একদিকে প্রারম্ভিক শিক্ষা (Elementory Education) ও অপর দিকে উচ্চ শিক্ষা (Higher Education)-এই দুই এর মধ্যবর্তী সংযোগ রক্ষাকারী স্তর হল মাধ্যমিক শিক্ষা। এটি শিক্ষার্থীকে বৌদ্ধিক বিকাশে, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনে, কৌতূহল নিবারণেও আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। এটি হল শিক্ষার সেই স্তর যার মাধ্যমে দেহ ও মনের চূড়ান্ত বিকাশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী পরিণত সুনাগরিকে পরিণত হয় (Matured Inteligent Citizen)। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে (১৯৫২) "The aims of this education (Secondary Education) is to train the youth of the country to be good citizen, who will be competerst to play their part efficiently in the social reconstruction and economic development of the

Scanned with CamScanner

country" সুতরাং শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

✪ ১.১ মাধ্যমিক শিক্ষার ধারণা (Concept of Secondary Education) :

মাধ্যমিক শিক্ষা হল একটি পূর্ণাঙ্গ স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষাস্তর। এটি প্রারম্ভিক (Elementary Education) ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থিত। সাধারণভাবে প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পর শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষা গ্রহণ করে তাকে **মাধ্যমিক শিক্ষা** বলে। কোঠারী কমিশনের মতানুসারে, প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তি এবং উচ্চ শিক্ষার সূচনার মধ্যবর্তী স্তর হল মাধ্যমিক শিক্ষা। বর্তমান ভারতবর্ষে ১০+২+৩ শিক্ষা কাঠামো প্রচলিত আছে। এর মধ্যে '১০+২' স্তর হল বিদ্যালয় শিক্ষাস্তর। বিদ্যালয় শিক্ষাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—প্রারম্ভিক শিক্ষাস্তর, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত (৬-১৪) প্রারম্ভিক শিক্ষাস্তর নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা (১৫-১৬) ও একাদশ-দ্বাদশ (১৭-১৮) শ্রেণি নিয়ে গঠিত উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর। বর্তমানে বিদ্যালয় শিক্ষার শেষ দুটি স্তর নিয়ে গঠিত **মাধ্যমিক শিক্ষা**। এর ব্যাপ্তকাল চার বছর (১৫-১৮)। এটি শুরু হয় ১৫ বছর বয়সে এবং শেষ হয় ১৮ বছর বয়সে। চার বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা দুটি স্তরে বিভাজিত নবম ও দশম শ্রেণি নিয়ে মাধ্যমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর। পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষা নানা নামে পরিচিত ছিল। যেমন—মেট্রিক বা মেট্রিকুলেশন (Metriculation) এনট্রান্স (Entrance), উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা (High School Education) এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ইন্টার মিডিয়েট নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে +২ স্তর উচ্চ মাধ্যমিক স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে দশম শ্রেণি যুক্ত ও দ্বাদশ শ্রেণি যুক্ত বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রদান করা হয়।

কোঠারী কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা হবে ৪/৫ বছরের। ২/৩ বছরের (Viii/ix-x) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হবে দু-রকমের— দশম শ্রেণি যুক্ত উচ্চ বিদ্যালয় ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেনি যুক্ত উচ্চতর বিদ্যালয়।

✪ ১.২ মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব (Importance of Secondary Education) :

প্রথাগত শিক্ষার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তর হয় মাধ্যমিক শিক্ষা। এটি হল সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই শিক্ষা হল প্রারম্ভিক ও উচ্চ শিক্ষার সেতু বিশেষ। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা শক্তিশালী না হলে মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্তরের শিক্ষা দুর্বল হয়ে পড়বে। সুতরাং শিক্ষার সামগ্রিক পুনর্গঠনে মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বস্তুত পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার এমন একটি স্তর যেখানে শিক্ষার্থীর প্রারম্ভিক স্তরে অর্জিত অভিজ্ঞতাবলির বিকাশ ঘটিয়ে তার চারিত্রিক ও সামাজিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করে।

Scanned with CamScanner

নীচে মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। মাধ্যমিক স্তর থেকেই প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক সংগ্রহ করা হয়। গুণগতমান সম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা পরোক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাকে উন্নত করে।

মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনে উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার পর একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ছেলেমেয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভিড় করে। বস্তুত পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষা হল উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ছাড়পত্র। ভালো বা উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার ভিত। এটি উচ্চ শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করে। ভালো মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যতীত ভালো উচ্চ শিক্ষার কথা কল্পনা করা যায় না।

মাধ্যমিক শিক্ষা হল একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষাস্তর, মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হবার পর বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমে যোগদান করে। এই বৃত্তি শিক্ষা লাভ বা বৃত্তি শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ন্যূনতম শর্ত হল মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়া। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার উন্নত মানের উপর বৃত্তিমূলক কোর্সে বা শিক্ষার্থী শিক্ষার কোর্সের সাফল্য নির্ভরশীল। যে যত উচ্চমান সম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে বৃত্তিশিক্ষা সংক্রান্ত কোর্সে তত সাফল্য লাভ করে। সুতরাং বৃত্তি শিক্ষা গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতবর্ষ হল একটি দরিদ্র দেশ, আমাদের দেশের মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর একটি বড়ো অংশ পড়াশুনা ছেড়ে কর্ম জগতে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। জীবন সংগ্রামে সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে মাধ্যমিক স্তর থেকে কোনো ধরনের জ্ঞান বা দক্ষতা লাভ করেছে তার গুণগতমানের উপর। শিক্ষার্থীরা কেউ শিক্ষাক্ষেত্রে কেউ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকরি লাভ করে। পেশাগত জীবনের সাফল্য নির্ভর করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মানের উপর। সুতরাং বৃত্তিমুখী ও উৎপাদনশীল দক্ষতার বিকাশে মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষার একটি বড়ো কাজ হল সুনাগরিকত্বের প্রশিক্ষণ দান। মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে অধিকার ও কর্তব্য সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং নাগরিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়।

মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়তা করে। এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সুষম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দৈহিক মানসিক, সামাজিক, নান্দনিক, নৈতিক ও প্রাক্ষোভিক প্রভৃতি দিকে বিকাশ গঠিত হয়।

শিক্ষার একটি বড়ো কাজ হল মূল্যবোধের বিকাশ সাধন ও চরিত্র গঠন। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিক্ষার একটি বড়ো কাজ হল উদার ও বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কার মুক্ত যুক্তিশীল মন ও সুস্বাস্থ্যর অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে।

Scanned with CamScanner

মাধ্যমিক শিক্ষা গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রারম্ভিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে বোধের উন্মেষ ঘটায় তা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে। এই গণতান্ত্রিক চেতনা পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীকে ভোটার হিসেবে সঠিকভাবে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সাহায্য করে থাকে। ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সঠিক নেতা নির্বাচন ও দক্ষ সরকার তথা প্রশাসন গড়ে তোলে। ফলে গণতন্ত্র কার্যকরী ও সফল হয়। এ ছাড়া এই গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ সরকারি (Govt. Policies) নীতির ও সরকারি কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণেও সক্রিয়ভাবে ভূমিকা গ্রহণ করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব লাভ করে এবং সাফল্য লাভ করে।

✪ ১.৩ সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Context of Universal Secondary Education) :

বর্তমানে ভারতবর্ষে (একবিংশ শতকে) শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হল সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে এবং কিছু উন্নয়নশীল দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা সার্বজনীন। পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাজের উপর তলার কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯০-এর দশকে ইউনেসকোর নেতৃত্বে সারা পৃথিবী জুড়ে সকলের জন্য প্রারম্ভিক বা বুনিয়াদি শিক্ষা (Elementary Education For All) এই দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষও এই আন্দোলনে শামিল হয়। ২০০২ সালে ভারতবর্ষে সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু হয়। ইতিপূর্বে (১৯৯৭) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম DPEP শুরু হয়েছিল। ফলে ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর উন্নয়নশীল (Deloping Countries) দেশগুলিতে প্রারম্ভিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে। ভারতবর্ষে প্রারম্ভিক স্তরে ভরতির হার অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। স্কুল ছুটের পরিমাণ হ্রাস পায়। সার্বিকভাবে সর্বশিক্ষা অভিযানে (৭৫%-৮৫%) সাফল্যের ফলে প্রচুর সংখ্যক অতিরিক্ত শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ভিড় করে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে এই অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর দায়িত্ব গ্রহণ করার সামর্থ্য ছিল না, মনের দিক থেকেও প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা যথোপযুক্ত ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ববাজারের উপযোগী করে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার বিষয়টি। তাই নতুন শতাব্দীর দাবি হল সকলের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা ভারতবাসীর জাতীয় লক্ষ্য হল সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা।

● ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা হল বর্তমানকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি (National Agenda) বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাকে a development goal of high priority হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একটি শক্তিশালী সমাজ ও জাতি গঠনে এর ভূমিকা

Scanned with CamScanner

খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি ও প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (National Policy of Education 1986 and its Programme of Action) এবং ১৯৯২-এর সংশোধিত জাতীয় শিক্ষা নীতিতে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের (Universal Access of Secondary Education) কথা সর্ব প্রথম বলা হয়। ২০০১ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (NIEPA)-এর ডিরেক্টর অধ্যাপক মর্মর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় সম্মেলনে সর্বপ্রথম সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার (Universal Secondary Educationa as an emerging development agenda বিষয়টির উপর আলোকপাত করে। এই সম্মেলন কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটিকে (Committee of CABE) সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার রূপরেখা প্রস্তুত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। ঐতিহাসিক দিকে থেকে দেশে সর্বপ্রথম সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলে 'NIEPA' (2001)। পরবর্তীকালে (২০০৫) সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি (Committee of CABE) সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সুপারিশ করে। প্রারম্ভিক শিক্ষার অগ্রগতির কথা বিবেচনা করে দশম পরিকল্পনায় (২০০৫-২০০৭) কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে (Shifted its Policy Emphasis) মাধ্যমিক শিক্ষার বিকাশের বা উন্নয়নের উপর জোর দেয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থার (CABE) সুপারিশ ক্রমে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (2007-2012) সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই পরিকল্পনায় স্থির হয়—(i) সকলের জন্য (১৫-১৮) মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের বাসস্থান থেকে ৫ কিমি দূরত্বের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৫-৮ কিমি দূরত্বের মধ্যে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। (ii) ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ভরতির হার (GER) ৭৫% করতে হবে। (iii) ভরতি, বিদ্যালয় ছুট ও ধরে রাখা (Enrolment, Dropout and Retention) প্রভৃতি ব্যাপারে সমস্ত রকমের বৈষম্য যথা লিঙ্গ বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে হবে। (iv) ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের উন্নতি ঘটাতে হবে। (v) মাধ্যমিক স্তরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। (vi) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ITC-এর প্রবর্তন করতে হবে। আর সকলের জন্য গুণগত মাধ্যমিক শিক্ষা এই লক্ষ্য রূপায়ণের জন্য ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার **রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান** (RMSA) নামক একটি প্রকল্প চালু করে।

CABE কমিটির হিসেব অনুযায়ী (৭৫%) সর্বশিক্ষা অভিযানের সাফল্যের কথা ধরে নিয়ে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে নবম-দশম শ্রেণিতে ২৮ মিলিয়ন শিক্ষার্থী ভরতির সংখ্যা দাঁড়াবে এবং একাদশ পরিকল্পনার শেষে (2011-12) বৃদ্ধি পেয়ে তা দাঁড়াবে ৩৪.২০ মিলিয়ন।

Scanned with CamScanner

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি ও এর প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (NPE, 1986 and its Programme of Actions) ও পরবর্তীকালে সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৯২ (Revised NPE, 1992) মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পিত সম্প্রসারণের উপর জোর দেয়। বিশেষ করে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও বালিকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগের সম্প্রসারণের উপর জোর দেয়।

১.৪ সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার ধারণা Concept of Universal Secondary Education) :

শিক্ষার স্তর বিন্যাসে (Hierarchy of Education) মাধ্যমিক শিক্ষা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে বোঝায় সেই শিক্ষাকে যা শিক্ষার্থীরা লাভ করে বয়ঃসন্ধিকালে। সাধারণত ভারতবর্ষে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত (৬-১৪) প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভ করার পর শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষা লাভ করে। সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে ১৫—১৮ বছরের সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সমস্ত বয়ঃসন্ধি (১৫—১৮) কালের শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এটি সার্বজনীন কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কর্মসূচিতে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে— সার্বজনীন ভরতি (Universal Enrolment), সকলকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা (Unniversal Retention) বা স্কুল ছুটের পরিমাণ শূন্যে নামিয়ে আনা এবং সার্বজনীন পারদর্শিতা অর্জন। কমপক্ষে দশমশ্রেণির ১০% শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৬০% দক্ষতা অর্জন করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং পরবর্তীকালে এটি উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি) পর্যন্ত প্রসারিত করা হবে। এর লক্ষ্যমাত্রা হল ২০২০ সাল। ২০১৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা ও ২০২০ সালের মধ্যে সার্বজনীন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হল ১৫—১৮ বছর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য গুণগত মান সম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা (to make good quality Secondary Education available accessibel and affordable)। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য মাত্রা (Target) হল।

(i) ২০১৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন অংশ গ্রহণ বা ভরতির ব্যবস্থা (Universal Participation)

(ii) ২০২০ সালের মধ্যে সকলকে ধরে রাখার ব্যবস্থা করা (Universal Retention)

(iii) ২০২০ সালের মধ্যে ৬০% এর বেশি ছেলেমেয়েরা যাতে Mastery Learning অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

(iv) ২০২০ সালের মধ্যে সার্বজনীন উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ-দ্বাদশ) শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

Scanned with CamScanner

✪ ১.৫ সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য (Vision for Universal Secondary Education) :

সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার মূল স্বপ্ন/লক্ষ্য হল (Vision) ১৪—১৮ বছর বয়সের সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ গুণমান সম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা (to make good quality Secondary Education available, accessible and affordable) আর এই স্বপ্ন পূরণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা বা উদ্দেশ্যগুলি সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

⇒ যে-কোনো জনবসতি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৭—১০ কিমির মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা।

⇒ ২০১৭ সাল নাগাদ (দ্বাদশ পরিকল্পনার শেষে) সার্বজনীন প্রবেশ অধিকার (Universal Access) বা ভরতির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা (GER of 100%)

⇒ ২০২০ সালের মধ্যে সকলের ধরে রাখা সুনিশ্চিত করা (Universal Retention)

⇒ অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণি, শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাদ পদ বালিকা, গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী (Disabled Residing in Rural Areas) অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর (Marginalized Categories) শিক্ষার্থী যথা তপশিলি জাতি, উপজাতি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাদপদ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (Educationally Backword Minorites)-এই সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে (Providing Access to Secondary Education)।

✪ ১.৬ মাধ্যমিক শিক্ষা সার্বজনীন করার যুক্তি (Logic for Universal Secondary Education) :

সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষার স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত দেশগুলিতে এই স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ধরনের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা তৈরি হয় তাতে শিক্ষার্থী সমাজের একজন productive Member-এ পরিণত হয়। মানব সম্পদ উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সুদৃঢ় হয়। শিক্ষা উন্নত দেশগুলি সার্বজনীন উচ্চ শিক্ষার প্রবেশদ্বার হিসেবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন হিসেবে ঘোষণা করেছে। ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বজনীন করার প্রধান যুক্তিগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

(i) মাধ্যমিক শিক্ষা সার্বজনীন করার ক্ষেত্রে প্রধান যুক্তি হল যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রম (DPEP) ও সর্বশিক্ষা অভিযানের (SSA) প্রভাবে প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। সর্বশিক্ষা অভিযানের লক্ষ্য ছিল ২০০৭ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন এবং ২০১০ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন। বস্তুত প্রারম্ভিক শিক্ষার প্রকরণের ফলে একবিংশ শতকের শুরুতে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সামাজিক (Social Demand)

Scanned with CamScanner

দাবি লক্ষ্য করা যায়। আর ক্রমবর্ধমান এই দাবি পূরণের জন্য সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়।

(ii) নিঃসন্দেহে প্রারম্ভিক শিক্ষা (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) সকলের জন্য অপরিহার্য। তবে এই স্তর থেকে শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে তা দিয়ে শিক্ষার্থীরা পেশাগত ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না ও আত্মনির্ভরশীল (Self Reliant) হতে পারে না। নিজেকে ও নিজের পরিবারকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে না। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ (Economic Studies) IV আর্ন্তপ্রজন্ম মূলক দারিদ্র্য (Inter-generational Poverty) দূরীকরণে মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম, ("Secondary eudcation is critical to breaking intergenerational transmission of poverty")

(iii) সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা মানবিক ও নৈতিক থেকে সমর্থনযোগ্য। ভারতবর্ষ একটি দরিদ্র দেশ। প্রচুর মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। বহু দরিদ্র পরিবার মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয়ভার (Direct and Indirect opportunity cast) বহন করতে পারে না। এমনকী তারা শিক্ষার জন্য বাজার থেকে ঋণ গ্রহণ করতেও (Access to Credit) পারে না বা সুযোগ পায় না প্রয়োজনীয় শর্ত সমূহ পূরণের অভাবে। কিছু কিছু পরিবার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের উপর গুরুত্ব দেয় না। বিশেষ করে বালিকা শিক্ষার জন্য (Kingdon, 2002)। তাই সরকারি উদ্যোগে মাধ্যমিক শিক্ষা সার্বজনীন করা প্রয়োজন।

(iv) সামাজিক সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার কারণে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন খুবই যুক্তিসঙ্গত। একটি শক্তিশালী সমাজ গঠনে ইহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক ন্যায়, মানব অধিকার রক্ষা ও সহনশীলতা বোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ যত বৃদ্ধি পায় সামাজিক দ্বন্দ্ব তত হ্রাস পায়। সামাজিক ন্যায়, সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে নারী, তপশিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শোষণের মাত্রা হ্রাস পায়। তপশিলি জাতি, উপজাতি ভুক্ত শিক্ষার্থীদের বড় অংশ মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না। ১০%-এরও কম মেয়েরা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পায়। আর মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ যদি দলিত, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, তপশিলি জাতি কিংবা বালিকা শিক্ষার্থীদের কাছে না পৌঁছায় তবে উচ্চ শিক্ষা এদের জন্য সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। যদি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সুনিশ্চিত করা না যায় তবে উচ্চ শিক্ষায় সংস্কারের সুযোগ সুবিধা চিরদিন এদের কাছে অধরা থেকে যাবে।

(v) মাধ্যমিক শিক্ষার সামাজিক প্রভাব (Social Benefits) প্রারম্ভিক শিক্ষা অপেক্ষা অনেক বেশি। বিশেষ করে মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে (to improve the quality of life) ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করে বয়ঃসন্ধিকালের (১৫-১৮) শিক্ষার্থীরা। সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা

Scanned with CamScanner

প্রবর্তনের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, কিশোরী পাচার বা নারী পাচার, অল্প বয়সে মাতৃত্ব, মাতৃত্বকালীন মৃত্যু (Maternal Mortatity)-র সংখ্যা কমানো, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস (Reduce Infant and child mortality) জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিশুপালন ও শিশু পরিচর্যার উন্নতি, শিশু শিক্ষার উন্নতি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান ও উন্নতিসাধন সম্ভব। বর্তমান ভারতবর্ষের লক্ষ্য হল উপরিউক্ত চ্যালেঞ্জগুলি থেকে দেশকে রক্ষা করা। শুধু তাই নয় মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট ফোরাম-এ উপরিউক্ত সামাজিক লক্ষ্যগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার এই সামাজিক প্রভাব (Social Benifits) সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত (২০০৭) জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সমীক্ষার প্রতিবেদনে (Report of the National Family Health Survey, (iii) 2007) স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

(vi) মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ব্যতীত উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনে (১৯৪৮-৪৯) উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও জাতীয় সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি (knowledge Generation) এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা অর্থাৎ Global Knowledge Economy and Society-এর সঙ্গে ভারতবর্ষের সংগতি সাধনের জন্য উচ্চ শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান ভারতবর্ষে উচ্চ শিক্ষায় ভরতির হার ১১%। এই বয়সের শিক্ষার্থীর কেবলমাত্র ৬% উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে এবং তা বাড়িয়ে কমপক্ষে ২০% করা প্রয়োজন। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এর পরিমাণ ন্যূনতম ৩৩% (Organisation for Economic Corparative and Development OECD) OECD-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে ৫০% ব্রিটেনে (U.K.) বা যুক্তরাজ্যে, ১০০% আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। সুতরাং উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য (Universal Higher Education) উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সকলের জন্য গুণগত মানসম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

(vii) গণতন্ত্রের সাফল্যের চাবিকাঠি নিহিত থাকে মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে। মাধ্যমিক শিক্ষা ও গণতন্ত্রের উৎকর্ষতা বা কার্যকরিতা বৃদ্ধি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে। প্রারম্ভিক শিক্ষা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে বোধের উন্মেষ ঘটায় তা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের মাধ্যমে পরবর্তীকালে ভোটার হিসেবে সার্বিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। ফলে গণতন্ত্র সফলতা লাভ করে। ভোটাধিকারের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে উপযুক্ত দেশনায়ক নির্বাচন করে। গণতান্ত্রিক দেশের সচেতন নাগরিক রাষ্ট্রীয় নীতি কর্মসূচি রূপায়ণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব লাভ করেও সাফল্য লাভ করে। এছাড়া ভারতবর্ষ হল বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। নানা জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষ এখানে

Scanned with CamScanner

বসবাস করে। বিভিন্ন আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে আগত শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে থেকে শিক্ষা লাভ করার সামর্থ্যের বিকাশ ঘটায় (Social Cohennion)। এটি শুধুমাত্র প্রারম্ভিক শিক্ষার দ্বারা সম্ভব নয়। উচ্চ শিক্ষার দ্বারাও সম্ভব নয়। কারণ মাধমিক স্তরের পর পড়াশোনা অনেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

(viii) সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করাও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সার্বজনীন ন্যূনতম বুনিয়াদি শিক্ষার (Minimum Basic Education) স্তর বাড়িয়ে উচ্চ মাধ্যমিক (12 years schooling) পর্যন্ত করা প্রয়োজন। UECD এর অধীনস্ত (Organisation for Economic Corporative and Development) অধিকাংশ দেশে এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ন্যূনতম বুনিয়াদি শিক্ষার স্তর হল (12 years schooling) ১২ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা, গত দশ বছরে ভারতবর্ষে সর্বপেক্ষা বেশি পরিমাণে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও চাকরির সম্ভাবনা (Economic and Employment Growth) বৃদ্ধি পেয়েছে দক্ষ পরিষেবা ক্ষেত্রে (Skilled Services) যথা তথ্য ও প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক পরিষেবা বা (Financial Services), দূরভাষ-যোগাযোগ (Tele-communication) পর্যটন শিল্প ও দক্ষতা ভিত্তিক উৎপাদন (Skill-intensive manufacturing) ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

এগুলির জন্য ন্যূনতম মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাগত যোগ্যতা আবশ্যিক। Employer Survey (FICCI, 2007)-তে প্রকাশ যে দক্ষ কর্মীর অভাব নতুন নতুন সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিতে (New Private Sector) ব্যক্তিগত বিনিয়োগ তথা বিকাশের অন্যতম বাধা। গবেষণায় প্রকাশ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় বিনিয়োগ (Inverrtent) অত্যন্ত লাভজনক। মাধ্যমিকস্তরে যে ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা শিক্ষার্থীরা লাভ করে তার চাহিদা বাজারে ক্রমবর্ধমান এবং যোগানের চেয়ে চাহিদার পরিমাণ বেশি। সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিকের এই চাহিদা মেটানো সম্ভব। বস্তুতপক্ষে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উৎপাদনমুখী কার্যাবলির জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক (Labour Force) আসে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর থেকে। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক থেকে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অসীম।

পরিশেষে বলা যায় । একবিংশ শতাব্দীতে আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আট বছরের প্রারম্ভিক শিক্ষা (Elementory Education) যথেষ্ট নয়, কারণ ইহার মাধ্যমে শিক্ষার্থী কর্ম জগতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারল না বা বিশ্বায়নের অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখী দাঁড়ানোর মতো শক্তিও সে সঞ্চয় করতে পারল না। অর্থাৎ আট বছরে (৬-১৪) শিক্ষা পাওয়ার পর শিশুর মধ্যে জীবিকা সংক্রান্ত কোন পথ খোলা রইল না। বিভিন্ন নিম্ন শ্রেণির শংসাপত্র (Certificate Course) ও ডিপ্লোমা ডিগ্রী (Paramedical, Technical or Teacher Training) সবক্ষেত্রে এই ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে দ্বাদশ শ্রেণির শংসাপত্রটি

Scanned with CamScanner

(12th Pased Certificate) প্রয়োজন, ১২ বছরের ন্যূনতম শিক্ষার অভাবে তথাকথিত কাজের জগতে সে কোনো জীবিকা খুঁজে পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা (12 years schooling) অপরিহার্য।

◎ ১.৭ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা ও সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা (CABE and Universal2 Secondary Education) :

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা (CABE) হল শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ (Policy Framing) বা কর্মসূচি (Programmes) নীতি নির্ধারণের জাতীয়স্তরের সর্বোচ্চ উপদেষ্টা সংস্থা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাদের পারস্পরিক শিক্ষা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান, শিক্ষার সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা প্ল্যাটফর্ম হল কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা। ১৯৯৪ সালের পর থেকে এটি নিস্ক্রীয় হয়ে পড়ে। ফলে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পারস্পরিক সম্পর্কের জায়গাটা দুর্বল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনৈতিক জগতের পট পরিবর্তন ঘটে, একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার (২০০২) সকলের জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে সর্বশিক্ষা অভিযানের কর্মসূচি ঘোষণা করে। নির্ধারিত হয় ২০০৭ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার (প্রথম-পঞ্চম) লক্ষ্য অর্জন এবং ২০১০ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন (ষষ্ঠ-অষ্টম)। অন্যদিকে বিশ্বায়ন ও নয়া প্রযুক্তির দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে ভারতবাসীকে টিকে থাকতে হলে নতুন প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করে তোলা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এছাড়া গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের তাগিদে দেশের আপামর জনসাধারনের মধ্যে বিশেষ করে দলিত, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের স্পৃহা প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই পটভূমিতে (২০০৪, ৬ই জুলাই) ভারত সরকার (UPA, Government) কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থার (C.A.B.E) পুনর্গঠন করে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন সমস্যা ও বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য একটি সভা আহূত হয় (১১ ও ১২ আগস্ট, ২০০৪) এই সভায় স্থির হয় যে শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি আলোচনার জন্য কতকগুলি কমিটি গঠিত হবে (৭টি - সাতটি কমিটি গঠিত হয়েছিল)। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সম্মতিতে রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী ঘনশ্যাম তেওয়ারী (S.h. Ghanashyam Tiwari, Education, Minister, Rajasthan) এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি তৈরি হয় সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়টি পর্যালোচনার (২ সেপ্টেম্বর, ২০০৪) জন্য ইহা Committee of CABE on Universatization of Secondary Education. নামে পরিচিত। এই কমিটিকে সার্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহের ভিত্তিতে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পের রূপরেখা প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। (To prepare a blueprint for the Universalization of Secondary

Scanned with CamScanner

Education) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অধ্যাপক মর্মর মুখোপাধ্যায় (Director, NIEPA, New Delhi) এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

২০০৫ সালের জুন মাসে (২৭সে জুন, ২০০৫) এই কমিটি দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে তার প্রতিবেদন পেশ করে (Submitting the report of the committee)। কমিটি চারটি পর্যায়ে এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করে। প্রথম অধ্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় কিছু ভৌগোলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা (Need for a paradigm shilf in the conceptual design of Secondary Education) ও চারটি মৌলিক নীতি (Four Guiding principles as a pillar) যার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ মাধ্যমিক শিক্ষার ইমারত গড়ে উঠার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষার ধারণাগত বিভিন্ন দিক (Conceptual Parameters), মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি ও পরিধি বিস্তৃভাবে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ কেমন হবে তা তুলে ধরা হয়েছে অর্থাৎ ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষকে ভিত্তি বছর (Base year) হিসেবে ধরে (উচ্চ প্রাথমিক স্তরের ভরতির হার কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছে) ২০০৩-২০০৪ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভরতির হার কতটা বৃদ্ধি পাবে এবং এর জন্য অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ও পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা কতটা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন কতটা অর্থসংস্থান করা দরকার সেই সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে নীতি (Policy Options), পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, মাধ্যমিক শিক্ষার বিকাশের আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা ও বৈষম্য, শিক্ষক শিক্ষণ, সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার রূপায়াণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ (Adequete REsource for USE) যোগার্থে রাজ্যের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। পরিশেষে কতকগুলি সুপারিশ করে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার সুষ্ঠ পরিকল্পনার জন্য।

কেন্দ্রীয় জাতীয় শিক্ষাসংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী সার্বজীন মাধ্যমিক শিক্ষার মূল স্তম্ভ বা মূলনীতি হার চারটি। এই নীতি (Guiding Principles) চারটি হল—

১। Universal Access – সার্বজনীন সুযোগ বা প্রবেশ অধিকার
২। Equality and social Justice – সাম্য ও সামাজিক ন্যায়
৩। Relevance and Development – প্রাসঙ্গিকতা ও উন্নয়ন বা বিকাশ
৪। Structural and corricular Aspects – সাংগঠনিক ও পাঠ্যক্রমিক দিক

১। সার্বজনীন সুযোগ বা প্রবেশ অধিকার (Universal Access) :

প্রাকৃতিক ও পরিকাঠামোগত (Physical) সামাজিক, সংস্কৃতিক ও আর্থিক—চারটি বিষয় একসাথে মিলে যাতে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্থানের (Universal access) ধারণা গড়ে ওঠে যা ভারতীয় বিদ্যালয়ের মূলগত কিছু ধারণাকে পরিবর্তনের দাবি রাখে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি শারিরীক প্রতিবন্ধী ছাত্রের কাছে বিদ্যালয়ের বস্তুগত স্বরূপটি পৌছে দেওয়া

Scanned with CamScanner

যথেষ্ট নয়। ছাত্রটির প্রতিবন্ধকতা (Physical) যেন কেবলমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্রের অভিধানগত অর্থেই না দেখা হয়। সে যেন ঐ বিদ্যালয়ে সামাজিক মানসিক সর্বপ্রকার বাধাহীন একটা পরিবেশে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে তার প্রতিবন্ধকতাই থাকে না এবং তার অন্যান্য বন্ধুদের মতোই সে সমর্থ হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীত্ব একটা সামাজিক ধারণা যার শুধুমাত্র শরীরগত সমাধান যথেষ্ট নয়, বরং তার শ্রেণিকক্ষের বন্ধুদের, শিক্ষক, পাঠ্যক্রম রচয়িতা পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা— সকলেরই মানসিক পরিবর্তন দাবি করে। একইভাবে, একটি নিম্নবর্গীয় শিশুর জন্য নিকটস্থ এলাকায় বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব থাকার পাশাপাশি, ঐ বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশ যা তাকে অবাধে গ্রহণ করতে পারে তার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর্থিক ও সামাজিকভাবে অবহেলিত প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে অপমানিত ও অত্যাচারিত হবার বহু করুন কাহিনি আছে। লিঙ্গ বৈষম্যেও একই রকম প্রকারের ব্যবহার দেখা যায়, যা পুরুষশাশিত সমাজে 'গুপ্ত পাঠক্রম' (hidden curriculum) হিসেবে চলতেই থাকে। এরকম ক্ষেত্রে, শিশুরা কেবল পড়া ছাড়ে না, বা বিদ্যালয় ছুট হয় না, তাদের প্রকারান্তরে বহিষ্কার করা হয়। নতুবা তারা নিজেরাই প্রতিবাদ করে বেরিয়ে আসে। যদি বিদ্যালয় একটা নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও শিশুর জন্য অনুকূল পাঠক্রম গড়ে তুলতে পারে, তবেই ইট-পাথর, ব্ল্যাক-বোর্ড এমনকি কম্পিউটারের বাইরে এসে বিদ্যালয় সার্বজনীন সংস্থানের ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে পারবে।

২। সাম্য ও সামাজিক ন্যায় (Equality and social Justice) :

ভারতীয় সংবিধানের মূলনীতিতে সাম্য ও সামাজিক ন্যায় নামক দুটো বিষয় উল্লিখিত আছে যা মাধ্যমিক শিক্ষায় সাম্য ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম যদি শিশুকে প্রাথমিকভাবে তার পাঠ বুঝতে, প্রশ্ন করতে, অবশেষে বৈষম্য ও অবিচারের বিষয়ে সজাগ করে, ঐ শিশু বিদ্যালয় শিক্ষার শেষে সমাজের কাছে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের দাবি জানাবে। এ ছাড়াও শিক্ষার সাম্য ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ছয়টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এই ছয়টি মনোযোগের ক্ষেত্র হল—

১। লিঙ্গ
২। অর্থনৈতিক বৈষম্য
৩। সামাজিক বৈষম্য যথা—তপশিলি জাতি/উপজাতি (SC/ST)
৪। সাংস্কৃতিক বৈষম্য (ধর্মীয় ও ভাষাগত বৈষম্য উল্লেখ্য)
৫। শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধীত্ব
৬। গ্রাম বনাম শহর কেন্দ্রিক বৈষম্য।

উপরোক্ত সমস্ত বিষয়সমূহই পাঠক্রমের মধ্যে যথেষ্ট সংবেদনশীলতার সঙ্গে আলোচিত হওয়া উচিত, যাতে প্রত্যেক শিশুর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। সব শিশুরা যাতে তাদের মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করতে পারে এটা নিশ্চিত করা জরুরি। এই বিষয়ের একটা গঠনগত বা

Scanned with CamScanner

সাংগঠনিক (Structural Climension) আছে। প্রায় ২৫ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেসরকারি যেখানে ছাত্রছাত্রীরা আর্থিকভাবে অবস্থাপন্ন পরিবার থেকে আসে। তার অর্থ এই যে এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা বিবিধ সামাজিক শ্রেণির ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মেলা-মেশার অভিজ্ঞতা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে এইসব বিদ্যালয় যে সাম্য সামাজিক ন্যায়বোধ তাদের ছাত্রছাত্রীর মনে গড়ে তুলতে পারবে এবং ভারতের বহুত্ববাদী ও মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সম্মান করতে পারবে, তা ভাবা অসম্ভব। শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬)-এর প্রস্তাব অনুসারে, এই সমস্যার প্রতিকারকল্পে এই সমস্ত বেসরকারি (Private unaided) বিদ্যালয় সমূহকে Common School System -এর অন্তর্ভুক্ত করেই এই ত্রুটি নিরসন করা সম্ভব।

৩। **প্রাসঙ্গিকতা ও উন্নয়ন বা বিকাশ** (Relevance and Development) :

কোন শিক্ষাই আজ প্রাসঙ্গিক নয় যদি না তা ১। শিশুর অন্তর্নিহিত সার্বিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক হয় ও ২। শিশুর বিকাশ বা উন্নতিকে সমাজ ও তার রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক অভিমুখে চালনার সহায়ক হয়। শিক্ষার মূল কাজ হল বিকাশ শিক্ষার বিকাশ মূলক কার্যাবলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) গণতান্ত্রিক, সাম্যবাদী ও ধর্মনিরেপেক্ষ সমাজব্যবস্থার আদর্শে চালিত একটি দেশের যোগ্য নাগরিক তৈরি।

(২) জ্ঞান অভিভাজ্য। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র বা শাখা (Displine) প্রশাখার মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ ও ধারণা গঠনে সাহায্য করা।

(৩) সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশে

(৪) জ্ঞানমূলক ও দক্ষতামূলকগত সামর্থ্য বৃদ্ধি (Generic competencies) এবং

(৫) দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি বিপ্লবের সাপেক্ষে নতুন দক্ষতা বৃদ্ধি, যার জন্য বহুবিধ নতুন দক্ষতার গঠন, শিখন সঞ্চালন (transfer of learning) এবং নিরন্তর জ্ঞানলাভের মানসিকতা প্রয়োজন।

অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠান এই উদ্দেশ্য যে তারা যেন কর্মজগতের, উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ হয় এবং নিজেদের জন্য একটি সার্থক জীবন-জীবিকা (Meaningful livelyhood) গড়ে তুলতে পারে। এজন্য শিক্ষা যাতে শিশুর সমাজের সাথে ও তার সৃজনমূলক অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত হয়, তা নিশ্চিত করা জরুরি। একই সাথে এটাও নিশ্চিত করা দরকার যে শিশু যেন বিশ্বমানের জ্ঞান ও তার সমস্যাবলি সম্পর্কে সম্যক ধারণালাভ করতে পারে।

৪। **সাংগঠনিক ও পাঠ্যক্রমিক দিক** (Structural and corricular Aspects) :

পাঠক্রমিক পরিবর্তনকে গঠনগত পরিবর্তনের থেকে আলাদা করা যায় না। শিক্ষা কমিশন

Scanned with CamScanner

(১৯৬৪-৬৬) প্রস্তাবিত ১০+২ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষার ধারণা বর্তমানে সমস্ত দেশেই গৃহীত। শিক্ষা কমিশন এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, গণতান্ত্রিক দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ও জ্ঞান ও কাজের জগতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ন্যূনতম ১০ বছর মেয়াদী সাধারণ পাঠ্যক্রম প্রয়োজন। এই মতানুসারে, বহুমুখী পাঠক্রম (Diversified courses). কেবল +২ স্তরেই শুরু করা সম্ভবপর। সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাশিত অঞ্চলে এই প্রস্তাব গৃহীত হতে পারত যদি কেন্দ্রিয় সরকার সমস্ত দেশবাশী ১০+২ পাঠক্রমিক শিক্ষা চালু করত। অন্যদিকে ২০০০ সালের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তিমুখী শিক্ষায় অন্তত ২৫ শতাংশ ছাত্রকে ভরতি করার নীতি ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করল না। জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৩ সালে +২ স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভরতির পরিমাণ ছিল ৫% এরও কম। ইহা প্রমাণ করে যে ছাত্রেরা চিরাচরিত academic stream কেই পছন্দ করে ও তার থেকে বিচ্যুত হতে চায় না।

বিষয়টি সম্প্রতি NCERT -এর National Focus Group-এর 'Work and Education' শীর্ষক পাঠক্রম সংক্রান্ত পর্যালোচনায় উঠে এসেছে। উপরোক্ত রিপোর্টে (এপ্রিল ২০০৫) সামগ্রিক বিদ্যালয় শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করে দ্বিমুখী পদক্ষেপের প্রস্তাব দিয়েছে :

১। প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন, মূল্যবোধের বিকাশ ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে (as a Pedagogic Medium) পাঠক্রমে উৎপাদনশীল কর্মের অর্ন্তর্ভুক্তি করা প্রয়োজন।

২। শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করার জন্য সারা দেশ জুড়ে বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপক কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে।

যতদিন পর্যন্ত না এই দ্বিমুখী পদক্ষেপ সাংগঠনিকভাবে ও প্রশাসনিকভাবে কার্যকর না হচ্ছে, ততদিন কাজের জগৎ ও জ্ঞানের জগতের পরিপূর্ণ মেলবন্ধন অসম্ভব এবং বৃত্তিমুখী শিক্ষাকে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে রূপায়িত করা সম্ভব হচ্ছে না।

সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষাসংস্থার সুপারিশ (Recommendations of CABE Committee on Universalization of Seconcary Education) :

(১) চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কর্মসূচি রচিত হবে। এই চারটি নীতি (guiding principles) হল সার্বজনীন প্রবেশ অধিকার (Universal access) সাম্য ও সামাজিক ন্যায় (Equality and social Justie), প্রাসঙ্গিকতা ও উন্নয়ন (Relevance and Development) ও কাঠামোগত ও পাঠক্রমিক সংক্রান্ত দিক (Structural and Curricular issue)।

Scanned with CamScanner

(২) প্রকৃত অর্থে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারনের মাধ্যমে সকলকে ভরতির ব্যবস্থা করাকে বোঝায় না। এর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ধারণাগত পরিবর্তন ঘটানো দরকার (a paradigm shift in the conceptualisation of Secondary Education)। নতুন শতকে মাধ্যমিক শিক্ষার কাজ হবে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সমস্ত সম্ভাবনার (full potential) পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সুবিধা যথাযথভবে সম্প্রসারণ করার জন্য জাতীয় স্তরের জন্য সাধারণ মানদন্ড (Common national parameters) এবং প্রতিরাজ্যের জন্য পৃথক পৃথক মানদন্ড (State specific parameters) প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

(৪) জাতীয়স্তরে সম্ভাব্য ভরতির হার বৃদ্ধি অনুযায়ী (Projections of Enrolment) প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষ ও অর্থ-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক রাজ্যের জন্য এইরকম পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য হিসাব নিকাশ প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

(৫) বিকেন্দ্রীকৃত তৃণমূল স্তরের পরিকল্পনার (Decentralised micro level Planning) মাধ্যমে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কর্মসূচি রূপায়িত হবে এবং এক্ষেত্রে ব্লককে একক ধরে (Block as a unit) তৃণমূল স্তরের পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজন।

(৬) মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক রাজ্য প্যারা-টিচার (Para-Teacher) নিয়োগ না করে পূর্ণ সময়ের জন্য (Fully qualified teacher with full salary and benefit) উন্নতমানের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা যাতে অর্থনৈতিক সুবিধা সহ সমস্ত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা উপভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে পারে।

(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের (Head of the School) জন্য formal শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে ছয় মাসের ডিপ্লোমা কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হবে। এর মধ্যে তিন মাস 'Practice and Practical Excercise' এর ব্যবস্থা থাকবে.

(৮) মোট জাতীয় আয়ের (GDP) ৫.১% সার্বজনীন প্রারম্ভিক সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন। বর্তমান জাতীয় আয়ের ৬% শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কর্মসূচির প্রবর্তন ও ইহার অগ্রগতির জন্য অর্থের পরিমান শীঘ্রই বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) সমাজে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য একটা দাবি উঠেছে বা চাপ সৃষ্টি হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে ২০১০ সালের জন্য অপেক্ষা না করে যত দ্রুত সম্ভব সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার

Scanned with CamScanner

কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন। বিশেষ করে ২০০৫-০৬ আর্থিক বছরে চালু করলে ভালো হয়, তবে সেটি যেন ২০০৬-০৭ এর পর না হয়।

(১০) প্রতিটি রাজ্য সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য একটি পরিকল্পনা (a perspective plan for a universal Secondary Education) রচনা করবে। এই পরিকল্পনা রচনা করার জন্য— 'a comprehensive secondary Education Management Informatin System' (SEMIS) যত দ্রুত সম্ভব প্রস্তুত করা প্রয়োজন। SEMIS বিশেষভাবে বালিকা, তপশিলি জাতি ও উপজাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদশ্রেণি (obc), সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (Disabled) শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করবে।

(১১) প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা ত্রুটিপুর্ণ ও দুর্বল। শিক্ষণ-শিখন প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামো অত্যন্ত নিম্নমানের। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রশিক্ষিত নয়। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে উল্লিখিত জাতীয় শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ববোধের অভাব বিশেষভাবে প্রচলিত শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি বা বৈশিষ্ট, এ ছাড়া প্রচলিত শিক্ষা শিক্ষণ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল 'Behaviouriotic Theory of Pedagogy and knowledge' ইতিমধ্যে সার্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার (Universalization of Elmentary Education 2002) সূচনা ও ব্যাপক প্রসার ঘটে ও জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF-2005) এর প্রবর্তন ঘটে। ফলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (Professionally Trained) শিক্ষক-শিক্ষিকার দাবি বৃদ্ধি পায়। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখায় (NCF 2005) নির্মিতিবাদের উপর (Constructivist Approach) গুরুত্ব আরোপ করে। তাই সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নির্মিতিবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তোলা দরকার (constructist Orientation towards knowledge and teaching) তাই শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার করা প্রয়োজন - প্রাক্ চাকরিকালীন (Pre service) ও কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা (Inservise Teacher Education Programme) উভয় প্রকার শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।

(১২) শিক্ষা হল একটি সামাজিক দায় বা দায়িত্ব (Social Responsibility) আমাদের সমাজে বহু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিশেষত মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় ও শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান) রয়েছে। এদের সামাজিক দায়িত্ব হল শিশুর জন্মগত মৌলিক সাংবিধানিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করা (Elementary Education as a Fundamental Right) এই কথা সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও (Universal

Scanned with CamScanner

Secondary Education) প্রযোজ্য। কোনো অবস্থাতে কাউকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে, সমাজকে, নির্বিচারে শোষণ করার অধিকার দেওয়া যায় না। এমতাবস্থায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় ও শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগের নামে অতিরিক্ত বণিজ্যিক মনোভাব (Commercialization of School Education as wel as Teacher Education) দূর করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মান উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান তপশিলিজাতি ও উপজাতি, অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ভরতির জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Inclusive Character লাভ করে।

Scanned with CamScanner